গালাতীয়ার ইমানদারদের কাছে হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৩

[১]হে নির্বোধ গালাতিয়েরা! কে তোমাদের জাদু করেছে? তোমাদেরই তো চোখের সামনেই হযরত ইসা মসিহকে প্রকাশ্যে সলিববিদ্ধ অবস্থায় দেখানো হয়েছিল!

[২]তোমাদের কাছ থেকে আমি শুধু এইটুকু জানতে চাই: তোমরা কি শরিয়ত পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর রুহকে পেয়েছো, না কি শুনে ইমান এনেছো?

[৩]তোমরা কি এতটাই বোকা যে, আল্লাহর রুহ দিয়ে শুরু করে এখন শরীর দিয়ে শেষ করছো?

[৪]তোমরা কি বৃথাই এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছো?- যদি সত্যিই তা অকারণে হতো।

[৫]তাহলে আল্লাহ কি তোমাদেরকে তাঁর রুহকে দান করেন এবং তোমাদের মধ্যে আশ্চর্য কাজ করেন? নাকি তোমরা শরিয়ত পালন করছো বলে, অথবা তোমরা যা শুনেছো তার ওপর ইমান এনেছো বলে?

[৬-৭]ঠিক যেমন হযরত ইব্রাহিম আ. "আল্লাহকে বিশ্বাস করেছিলেন, এবং এটি আল্লাহর কাছে ধার্মিকতা বলে গণ্য হয়েছিল," সুতরাং, তোমরা জেনে রাখো, যারা ইমান আনে তারা হযরত ইব্রাহিম আ.-এর বংশধর।

[৮]এবং আসমানি কিতাবে আগেই জানানো হয়েছে যে, আল্লাহ ইমানের কারণে অইহুদিদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন, তাই হযরত ইব্রাহিম আ. এর কাছে আগেই এই সুখবর প্রকাশ করা হয়েছিলো, "তোমার মাধ্যমে সমস্ত অইহুদি রহমত পাবে।"

[৯]এজন্য, যারা ইমান আনে তারা ইমানদার হযরত ইব্রাহিম আ.-এর সাথে রহমতপ্রাপ্ত হয়।

[১০]কারণ যারা শরিয়তের কাজকর্মের ওপর নির্ভর করে, তারা সবাই অভিশাপের অধীন; কারণ লেখা আছে, "তওরাতের প্রত্যেকটি হুকুম যে পালন না করে, সে অভিশপ্ত।"

[১১]এখন এটাও পরিষ্কার যে, শরিয়ত পালন করার জন্য কেউ-ই আল্লাহর দৃষ্টিতে ধার্মিক বলে গন্য হয় না; কারণ "ধার্মিক ব্যক্তি তার ইমানের দ্বারাই বাঁচবে।"

(১২)কিন্তু শরিয়ত ইমানের ওপর নির্ভর করে না; বরং "যে শরিয়তের আইন মেনে চলে, সে তার দ্বারাই জীবন পাবে।"

(১৩-১৪)মসিহ আমাদের জন্য অভিশপ্ত হয়ে শরিয়তের অভিশাপ থেকে আমাদেরকে মুক্ত করেছেন- কেননা লেখা আছে, "যাকে গাছে টাংগানো হয়, সে অভিশপ্ত" - যাতে মসিহ ইসার মধ্য দিয়ে হযরত ইব্রাহিম আ. এর পাওয়া রহমত অইহুদিদের কাছে পৌছায়, যেনো আমরা ইমানের মধ্য দিয়ে ওয়াদাকৃত রুহকে পাই।

(১৫)ভাই ও বোনেরা, আমি প্রতিদিনের জীবন থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি- একবার কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাপত্র অনুমোদিত হয়ে গেলে, কেই তাতে কিছু যোগ করে না বা বাতিল করে না।

(১৬)এখন হযরত ইব্রাহিম আ. ও তার বংশের কাছে ওয়াদা করা হয়েছিলো; এখানে তোমার বংশধরদের কাছে বলা হয়নি; বরং বলা হয়েছে তোমার বংশের কাছে অর্থাৎ একজনের কাছে, তিনি হলেন মসিহ।

(১৭)আমি আসলে বলতে চাচ্ছি- আল্লাহ আগেই যে-ওয়াদা-চুক্তি অনুমোদন করেছেন, চার' শ ত্রিশ বছর পরে আসা শরিয়ত তাকে বাতিল করে না, অর্থাৎ ওয়াদা বাতিল করে না।

(১৮)কারণ উত্তরাধিকার যদি শরিয়ত থেকে আসে, তাহলে সেটা তো ওয়াদার মধ্য দিয়ে আসে না; অথচ প্রতিশ্রুতির মাধ্যমেই আল্লাহ এটি হযরত ইব্রাহিম আ.-কে দান করেছেন।

(১৯)তাহলে আবার শরিয়ত কেন? সীমালংঘনের কারণেই শরিয়ত যুক্ত করা হয়েছিলো; আর তার মেয়াদ ছিলো ততদিন, যতদিন না সেই প্রতিশ্রুত বংশধর আসেন, ফেরেস্তাদের মধ্য দিয়ে একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে বহাল করা হয়েছিলো।

(২০)এখন একজন মধ্যস্থতাকারী কেবল এক পক্ষের জন্য নয়, বরং আমাদের আল্লাহ একজনই।

(২১)তাহলে শরিয়ত কি আল্লাহর ওয়াদাগুলোর বিরুদ্ধে? অবশ্যই না! কেননা যদি এমন শরিয়ত দেওয়া হ'তো যা জীবন দিতে পারে, তাহলে তো শরিয়ত পালনের মধ্য দিয়েই ধার্মিকতা আসতো।

(২২)কিন্তু আসমানি কিতাব সবকিছুকেই গুনাহের ক্ষমতার অধীনে বন্দী করে রেখেছে, যেন হযরত ইসা মসিহে ইমানের মাধ্যমে যা ওয়াদা করা হয়েছিল তা যারা ইমান আনে তাদের দেওয়া হয়।

(২৩)এখন ইমান আসার আগে, ইমান প্রকাশিত না-হওয়া পর্যন্ত, আমরা শরিয়তের আইন-কানুনের অধীনে বন্দী ছিলাম এবং তার পাহারায় ছিলাম।

(২৪)তাই মসিহের আগমন পর্যন্ত শরিয়ত আমাদের শাসনকারী ছিল, যাতে আমরা ইমানের দ্বারা ধার্মিক গনিত হই।

[২৫]কিন্তু এখন যে ইমান এসেছে, আমরা আর ঐ শাসনের অধীন নই,

[২৬]কারণ মসিহ ইসার ওপর ইমান আনার মধ্য দিয়ে তোমরা সবাই আল্লাহর সন্তান।

[২৭]তোমরা যতজন মসিহে বায়াত নিয়েছো, তারা মসিহকে দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করেছো।

[২৮]এখন আর ইহুদি কি অ-ইহুদি, গোলাম কি স্বাধীন, মহিলা কি পুরুষ বলে কিছু নেই; কারণ মসিহ ইসাতে তোমরা সবাই এক হয়েছো।

[২৯]এবং তোমরা যদি মসিহের হয়ে থাকো, তাহলে তোমরাই তো হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর, প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা অনুসারে উত্তরাধিকারী।